গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়
আইন অধিশাখা

কৃষি মন্ত্রণালয়ের সরকারী সম্পত্তি উদ্ধার সংক্রান্ত "টাস্কফোর্স"এর ৫০ তম সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	ঃ	জনাব মোঃ সিরাজুল হায়দার এনডিসি, অতিরিক্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়
সভার তারিখ ও সময়	ঃ	১৪ ডিসেম্বর, ২০১৬, বিকাল-০৩.০০ ঘটিকা
স্থান	ঃ	কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ

উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করা হয়। আলোচ্যসূচী অনুযায়ী সভার আলোচনা ও সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নরুপঃ

আলোচ্যসূচি-১ ঃ গত সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন ঃ পূর্ববর্তী সভার কার্যবিবরণী ইতোমধ্যে সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। কোন সংশোধনী প্রস্তাব পাওয়া যায়নি। সভায় উপস্থিত সদস্যগণের নিকট গত সভার কার্যবিবরণীতে কোন সংশোধনী আছে কি-না জানতে চাওয়া হলে কোন সংশোধনী না থাকায় সর্বসম্মতিক্রমে কার্যবিবরণীটি অনুমোদন করা হয়।

আলোচ্যসূচি-২ ঃ

ক্র.নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
২.ক	**কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ঃ** (০১) সোবহানবাগ হর্টিকালচার সেন্টারের ০৩.৫১ একর জমির মালিকানা দাবী করে জনৈক আ. সাত্তার ভুইয়া গং দেঃ মোঃ ২১৮/৯১ এবং তৎপরবর্তীতে সিভিল রিভিশন-৩১৪/০৫ মামলার রায় সরকারের বিপক্ষে হয়। অতঃপর সরকার কর্তৃক সিপি নং- ৪৬/১০ দায়ের করলে এ মামলাটি পূনঃ শুনানীর জন্য আদেশ প্রদান করা হয়। বর্তমানে উক্ত মামলাটি বিচারাধীন থাকলেও কজলিস্টে নেই।	কজলিষ্টে আনার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	ডিজি, ডিএই, /ডিডি, সোবহানবাগ হর্টিকালচার।
	(০২) সাভার হর্টিকালচার সেন্টারের জমির জাল দলিল করায় দুদক কর্তৃক বিশেষ ক্ষমতা আইনে ১১/০৮ (২২/৯০ হতে পরিবর্তিত) মামলা দায়ের করেন। মামলাটির বাদীপক্ষ দুদক এর সহকারী পরিচালক জনাব শাহাদত হোসেন এবং তদন্তকারী কর্মকর্তা মৃত্যুবরণ করায় মামলাটি সঠিকভাবে চালানো সম্ভব হচ্ছে না। উক্ত মামলার সিডি না পাওয়ায় নিস্পত্তি করাও সম্ভব হচ্ছে না। এ বিষয়ে কৃষি মন্ত্রণালয়ে করণীয় কিছু নেই।	এটি ক্রিমিনাল ন্যাচারের মোকদ্দমা। কাজেই কৃষি মন্ত্রণালয়ের টাস্কফোর্সের তালিকা হতে এটি বাদ দেয়া যায়।	ডিজি, ডিএই, ডিডি, সোবহানবাগ হর্টিকালচার।
	(০৩) সোবহানবাগ হর্টিকালচার সেন্টারের জমির মালিকানা দাবী করে জনৈক বজলুল করিম গং দেঃ মোঃ নং ৬০/৯১ দায়ের করেন। উক্ত মামলায় বাদীর পক্ষে রায় হয়। পরবর্তীতে সরকার পক্ষ সিভিল আপীল ১/১২ মামলা দায়ের করে। এ মোকদ্দমার রায়ে মহামান্য আদালত নিম্ন-আদালতে মোকদ্দমা পুন:শুনানির আদেশ প্রদান করলে বাদীপক্ষ রিভিউ পিটিশন নং-১৬/১৫ দায়ের করেন। এ মামলায়ও মহামান্য আদালত পুনরায় নিম্ন-আদালতে প্রেরনের আদেশ প্রদান করেন। ডিএই'র মালিকানা প্রমাণের জন্য ১৯৩৫ সালে ১টি দলিল সংগ্রহের জন্য আইজিআর অফিসকে পত্র দেয়া প্রয়োজন। মামলার পরবর্তী তারিখ ০৩-০১-২০১৭।	১৯৩৫ সালের দলিল সংগ্রহের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	ডিজি, ডিএই/ আইন অধিশাখা।
	(০৪) জনৈক তফিজউদ্দিন গং ১৯৩৫ সালের দলিলমূলে মালিকানা দাবী করে যুগ্ম জেলা জজ ২য় আদালত, ঢাকায় ১৭৩/০৯ মামলা দায়ের করেন। উক্ত মামলায় সোবহানবাগ হর্টিকালচার সেন্টারের ২.৪৭৫ একর জমি রয়েছে। বর্তমানে মামলায় নিষেধাজ্ঞার সাক্ষ্য চলমান আছে। মামলার পরবর্তী তারিখ ০৩/০১/২০১৭।	মামলাটি যথাযথভাবে মোকাবেলা করতে হবে।	ডিজি, ডিএই এবং ডিডি, সোবহানবাগ হর্টিকালচার।
	(০৫) রাজালাখ হর্টিকালচার সেন্টারের জমির মালিকানা দাবী করে জনৈক মো: শাহেদ এর পক্ষে আম-মোক্তার নূরউদ্দীন চৌধুরী দেঃ মোঃ-১০৯৫/১২ নং দায়ের করেন। উক্ত মামলাটি যুগ্ম-জেলা জজ ২য় আদালত, ঢাকায় বিচারাধীন আছে। মামলার পরবর্তী তারিখ-১৫/০২/১৭। লীজমানি নির্ধারণ করে দিয়েছে।	লীজমানি পরিশোধ করে লীজ নবায়ন করতে হবে।	ডিজি, ডিএই এবং ডিডি, সোবহানবাগ হর্টিকালচার।
	(০৬) (ক) বগুড়া কৃষি অফিসের সিএস ১২১৯ দাগে ৩৫ শতক, ১২১৬ দাগে ২১.৭৫ শতক ও ১২১০ দাগে ০.০৫২৫ শতক মোট ৬২ শতক জমির মধ্যে ১২১৯ দাগের ৩৫ শতক জমির মালিকানা দাবী করে জনৈক আলমগীর দেঃ মোঃ নং-৯৭/৯৭ দায়ের করেন। উক্ত মামলায় সরকারের বিপক্ষে রায় হলে সরকার কর্তৃক সিভিল আপীল নং-৮৮/১১ ও ৮৯/১১ দায়ের করা হয়। মামলা দু'টি বর্তমানে মহামান্য আদালতে চলমান আছে। উল্লেখ্য, পূর্ব মালিকের ওয়ারিশগণ হতে ক্রয়সুত্রে মালিকানার দাবিতে উক্ত ব্যক্তি উক্ত মামলা দায়ের করেন। জানুয়ারি ২০১৭ মাসের প্রথমে কজলিস্টে আসতে পারে। তাই আইনজীবীকে সহায়তা করা প্রয়োজন।	(ক) মামলাটির গুরুত্ব বিবেচনা করে বিজ্ঞ অ্যাটর্নি জেনারেলকে সংশ্লিষ্ট ডকুমেন্ট সরবরাহ করা সহ সর্বপ্রকার সহযোগিতা করতে হবে।	ডিজি, ডিএই, ডিডি, ডিএই, বগুড়া, /আইন অধিশাখা

	২টি দাগ (নং-১২১৬ ও ১২১০) এর ক্ষতিপুরণ ও নোটিশ না পাওয়ার কারন দেখিয়ে ১৯৬৫ ও ১৯৭৮ সালে অন্য ০২ জন ব্যক্তি মোকাদ্দমা দায়ের করলে তাদের পক্ষে রায় ও ডিক্রী হয়। পরবর্তীতে ডিডি, বগুড়া কর্তৃক ১২১৬ দাগের জমির মালিকানা দাবী করে ১৮৪/১৪ এবং ১২১০ দাগের জমির মালিকানা (খ) ১৮৪/১৪ এবং ১৮৫/১৪ মামলা দু'টি যথাযথভাবে মোকাবেলা করতে হবে এবং সর্বশেষ অবস্থা কৃষি মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে। দাবী করে ১৮৫/১৪ দেওয়ানী মামলা দায়ের করেন। মামলা দু'টি বর্তমানে চলমান রয়েছে। পরবর্তী তারিখ ১৬/০৩/২০১৭ ও ০৫/০৪/২০১৭। ১২১৯ দাগের নতুন মোকদ্দমা নং-৮৩/১৫, পরবর্তী নোটিশ জারীর তারিখ-২৩/০২/১৭।	(খ) ১৮৪/১৪ এবং ১৮৫/১৪ মামলা দু'টি যথাযথভাবে মোকাবেলা করতে হবে এবং সর্বশেষ অবস্থা কৃষি মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে।	ডি..., বগুড়া/আইন অধিশাখা
	(০৭) বগুড়া টুইন গোডাউনের মালিকানা ফিরিয়ে পাবার নিমিত্তে কৃষি মন্ত্রণালয় সিনিঃ সহঃ জজ আদালত বগুড়ায় ৪০৬/১২ নং দেঃ মোকাদ্দমাটি দায়ের করে। উক্ত মামলাটি বর্তমানে চলমান আছে। মামলার জবাব দাখিল করা হয়েছে এবং ইস্যু গঠনের তারিখ ২৭/০৩/২০১৬।	যেহেতু খাদ্য বিভাগের সাথে বিরোধ থাকায় মামলাটি দায়ের করা হয়েছে সেহেতু মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের গত ৩১/১২/১৫ তারিখের ৫৪ এবং ২৯/০৯/১৬ তারিখের ১০৫ সংখ্যক পরিপত্র অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য বিস্তারিত প্রস্তাব কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	ডিডি, ডিএই, বগুড়া
	(০৮) বগুড়া হর্টিকালচার সেন্টারের জমির মালিকানা দাবী করে ডিডি বগুড়া দেঃ মোঃ নং- ৬৬/৯৯ দায়ের করেন। উক্ত মামলাটি খারিজ হওয়ার পর ১ম আপীলের নং ২৫৫/১৫ দায়ের করার পর হাইকোর্ট বিভাগ থেকে নিম্ন আদালতের ৬৬/৯৯ মোকদ্দমার নথি চাওয়া হয়েছে বলে জানান। মামলাটি কজলিষ্টে আসে নাই।	মামলাটি যথাযথভাবে মোকাবেলা করতে হবে।	ডিজি, ডিএই/ডিডি, হর্টিকালচার বগুড়া
	(০৯) গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈর উপজেলার নুরবাগ হর্টিকালচার সেন্টার জমির মালিকানা দাবী করে জনৈক রানা আওয়ান গাজীপুর জেলায় যুগ্ম-জেলা-জজ ২য় আদালতে দেঃ মোঃ নং-২৩৭/২০১৪দায়ের করেন। মামলার জবাব দাখিল করা হয়েছে। বর্তমানে এসডি পর্যায়ে আছে। তাছাড়া বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন পক্ষভূক্ত হওয়ার জন্য আবেদন করেছে। পরবর্তী তারিখ ১০-০১-২০১৭।	মামলাটি যথাযথভাবে মোকাবেলা করতে হবে।	ডিজি, ডিএই/ ডিডি, ডিএই, গাজীপুর
	(১০) গাজীপুর জেলার পোড়াবাড়ি হর্টিকালচার সেন্টারের ১.৩৮ একর জমি জনৈক এসএম হাফিজ উল্যাহ অন্য একটি মোকদ্দমার রায় জালিয়াতির মাধ্যমে নামজারী করে নেয়ায় ডিডি, ডিএই কর্তৃক উক্ত জমির মালিকানা দাবী করে গাজীপুর জেলা জজ আদালতে দেঃ মোঃ নং- ২২১/১৪ দায়ের করা হয়। বন বিভাগ ৩৯.৪০ একর জমির নামজারী ও জমা খারিজ বাতিলের জন্য এসি (ল্যান্ড) গাজীপুর সদর অফিসে ১০৩/১৩ নং মিস মোকদ্দমা দায়ের করে। পরবর্তীতে ডিডি, হর্টিকালচার উক্ত মামলায় পক্ষভুক্ত হয়েছে। মামলাটির শুনানী শেষ হয়েছে। একই জমি নিয়ে এডিসি (রাজস্ব), গাজীপুর অফিসে বেষ্টওয়ে গ্রুপ ১১৯/১৫ ও ১১৫/১৫ নং মিস মামলা দায়ের করেছে। মিস ১০৩/১৩ মোকদ্দমাটি আদেশের পর্যায়ে থাকলেও অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক রাজস্ব অফিসে ১১৫/১৫ ও ১১৫/১৫ দায়ের করায় আদেশ স্থগিত রয়েছে। ইতোমধ্যে বন বিভাগ ১২৩১/১২ নং অপর একটি দেওয়ানী মোকদ্দমা দায়ের করেছে। এছাড়াও আরো ০৩টি মামলা এডিসি (রেভিনিউ) অফিসে দায়ের করা হয়েছে। উক্ত ভূমির বিষয়ে বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের অনাপত্তিপত্র রয়েছে। উল্লেখ্য জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের দাবী অনুযায়ী জমি অধিগ্রহনের জন্য ২০১০ সালে জেলা প্রশাসক, গাজীপুরের অনুকূলে ৩ কোটি সাড়ে ১৯ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে।	(ক) অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, গাজীপুর কার্যালয়ে যোগাযোগ করে মামলাসমূহ দ্রুত নিস্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (খ) উক্ত ভূমি নিয়ে সৃষ্ট দেওয়ানী মামলাসমূহ দ্রুত নিস্পত্তির উদ্যোগ নিতে হবে।	ডিজি, ডিএই/ডিডি, ডিএই, গাজীপুর
	(১১) ডিএই'র অধিগ্রহনকৃত খাগড়াছড়ি খেজুরবাগান হর্টিকালচার সেন্টারের গোলাবাড়ী অংশের ২২.০০ একর জমি স্থানীয় জেলা পরিষদ দখল করে নিয়েছে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করা হলেও আমলে নিচ্ছেন না। এ বিষয়ে জেলা পরিষদ চেয়ারম্যানকে পত্র দেয়া প্রয়োজন।	জেলা পরিষদের সাথে সৃষ্ট বিরোধ নিস্পত্তির জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের গত ৩১/১২/১৫ তারিখের ৫৪ এবং ২৯/০৯/১৬ তারিখের ১০৫ সংখ্যক জারীকৃত পরিপত্র অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	ডিজি, ডিএই/আইন অধিশাখা/ ডিডি, ডিএই খাগড়াছড়ি
	(১২) আসাদগেট হর্টিকালচার সেন্টারটি ১৯৫২ সন হতে এ জমি কৃষি বাগান হিসেবে ডিএই'র দখলে আছে। কিন্তু উক্ত জমি গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় অধিগ্রহণ করা হয় এবং আরএস ও সিটি জড়িপে উক্ত জমি গৃহ গবেষণা কেন্দ্রে নামে রেকর্ডভুক্ত হয়েছে।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের গত ৩১/১২/১৫ তারিখের ৫৪ এবং ২৯/০৯/১৬ তারিখের ১০৫ সংখ্যক জারীকৃত পরিপত্র অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	ডিজি, ডিএই/ ডিডি, হর্টিকালচার, ঢাকা।

	(১৩) রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এর নিকট হতে বছর ভিত্তিক লীজ নিয়ে এবং তা' প্রতিবৎসর লীজ নবায়ন করে গুলশান হর্টিকালচার পরিচালিত হয়ে আসছে। ২০১১ সাল পর্যন্ত রাজউক লীজ মানি গ্রহণ করেছে। তারপর থেকে রাজউক কর্তৃপক্ষ লীজ নবায়ন করছে না। উক্ত জমির প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে জমি হস্তান্তরের জন্য সম্প্রসারণ উইং কর্তৃক একটি আধা-সরকারী পত্র গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় বরাবর প্রেরণ করা প্রয়োজন।	উক্ত জমির প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে জমি হস্তান্তরের জন্য সম্প্রসারণ উইং গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় বরাবর আধা-সরকারী পত্র প্রেরণ করার যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করবে।	ডিজি, ডিএই/ সম্প্রসারণ উইং।
	(১৪) (ক) ডিএই'র উদ্ভিদ সংরক্ষণ গুদামের জন্য অধিগ্রহণকৃত যাত্রাবাড়ির ১.৪৪৭৬ একর সম্পত্তির মধ্যে ০.০৯৭৫ একর জমির মালিকানা দাবী করে জনৈক আব্দুল হাই দেঃ মোঃ নং-১৮৮/১১ দায়ের করেছেন। মামলাটি বর্তমানে চলমান আছে এবং পরবর্তী তারিখ ১২/০২/১৭। (খ) উক্ত জমির মালিকানার দাবীতে জনৈক খোরশেদ আলম যুগ্ম-জেলা জজ আদালতে দেঃ মোঃ নং-৪৬৬/১৩ দায়ের করেছেন। মামলার জবাব আদালতে দাখিল করা হয়েছে। আগামী ২০/০৪/১৭ তারিখে মামলার পরবর্তী শুনানী অনুষ্ঠিত হবে। (গ) সিটি জরিপ রেকর্ড সংশোধন সংক্রান্ত ৪র্থ যুগ্ম জেলা জজ আদালতে দায়েরকৃত মোকদ্দমা নং-৫৯১/১৩ বিষয়ে সরকারি উকিলের সহযোগিতার ঘাটতি রয়েছে। তাই জিপি-কে পত্র দেয়া প্রয়োজন। নিষ্পত্তির বিষয়টি পরবর্তী এসডির তারিখ-২০/০৩/২০১৭।	সরকারি উকিলের তৎপরতা বৃদ্ধির জন্য বিজ্ঞ জিপি-কে পত্র দেয়া প্রয়োজন।	ডিজি, ডিএই/ডিডি, ডিএই, ঢাকা।
	(১৫) ধোলাইপাড় বীজাগারের ০.০৮ একর জমির দখলীয় স্বত্বে মালিকানা দাবী করে জমির পার্শ্ববর্তী দোলাইপাড় উচ্চ বিদ্যালয় ৭ম সহঃ জজ আদালত, ঢাকায় টিএস নং-২২৭/১০ মামলাটি দায়ের করেন। ১৩৪৭/১২ পরিবর্তিত মোকদ্দমা নং-১০১/১৬, ২য় যুগ্ম জেলা জজ। পরবর্তী তারিখ ২২-০১-২০১৭। উক্ত জমি কিভাবে পাওয়া গিয়েছে, ৫ম সাব জজ আদালতেরা ৫৪/১৯৭৪ এর রায়ে উল্লেখ আছে।	৫ম সাব-জজ আদালত, ঢাকার দেঃ মোঃ নং-৫৪/১৯৭৪ এর রায় সংগ্রহ করে মহামান্য আদালতে জমা দিতে হবে।	ডিজি, ডিএই
	(১৬) উক্ত জমির সিটি জরীপে ভুল দাগ নম্বর রেকর্ড হওয়ায় উহা সংশোধনের জন্য সরকার পক্ষ ৪র্থ যুগ্ম-জজ আদালতে দেঃ মোঃ নং-৮৪৩/১১ দায়ের করা হয়েছে। পরবর্তী তারিখ ২২-০১-২০১৭	নিয়মিত মামলাটি তদারকি করতে হবে।	
	(১৭) ডিএই'র ঢাকা জেলার ডেমরা থানার দেইল্লা ও কায়েতপাড়া মৌজার ০.২৫ একর জমির মালিকানা দাবী করে সুরাইয়া ফেরদৌস রৌশন আক্তার ৪র্থ যুগ্ম জেলা জজ আদালত ঢাকায় দেঃ মোঃ নং-৩৪২/১৪ দায়ের করেন। উক্ত জমিতে প্রবেশের জন্য রাস্তা না থাকায় ব্যক্তি মালিকানার ০.০৮ একর জমি রাস্তার জন্য অধিগ্রহন প্রস্তাব কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হচ্ছে বলে জানান।	জমি অধিগ্রহণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সম্প্রসারণ উইং গ্রহণ করবে।	ডিজি, ডিএই/ ডিডি, ডিএই, ঢাকা/সম্প্রসারণ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়।
	(১৮) ঢাকা জেলার ডেমরা থানার কায়েতপাড়ায় ০.২০ একর জমির কিছু অংশ দখলে নেই। অবৈধ দখলদার উচ্ছেদের জন্য জেলা প্রশাসক, ঢাকায় উচ্ছেদের মামলা দায়ের করা প্রয়োজন।	কায়েত পাড়া মৌজার অবৈধ দখলদার উচ্ছেদের কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	ডিজি, ডিএই/ডিডি, ডিএই, ঢাকা।
	(১৯) মুন্সীগঞ্জ শহরে ডিএইর .০৮ শতক জমি মুন্সীগঞ্জ বার অবৈধভাবে দখল করে নিয়েছে। উক্ত জমি হতে অবৈধ দখলদার উচ্ছেদের জন্য ডিএই ব্যবস্থা গ্রহণ করার সময় মুন্সিগঞ্জ আইনজীবী সমিতি ২২/২০০৭ নং মামলা দায়ের করলে মামলাটি ঢাকা জেলা ও দায়রা জজ আদালতে স্থানান্তর করা হয় এবং উক্ত মামলায় সরকারের পক্ষে রায় ঘোষিত হয়। বাদীগণ উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে ঢাকা জেলা জজ আদালতে দেওয়ানী আপীল মোঃ নং-২৫৩/১৬ দায়ের করেন। অতঃপর মামলাটি মুন্সিগঞ্জ জেলা জজ আদালতে স্থানান্তর করা হয় যার নম্বর ৮৪/১৬। বর্তমানে মামলাটি মুন্সিগঞ্জ আদালতে চলমান রয়েছে। ফলে মুন্সিগঞ্জ জেলার জিপির মাধ্যমে মামলা সংশ্লিষ্ট ডকুমেন্ট সংগ্রহ করা যাচ্ছে না। মামলাটি পুনরায় ঢাকা জেলা জজ আদালতে স্থানান্তর করা প্রয়োজন।	বর্ণিত মামলাটি ঢাকা জেলা জজ আদালতে পুনরায় স্থানান্তরের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রয়োজনে বিকল্প ব্যবস্থায় মামলা সংশ্লিষ্ট ডকুমেন্ট সংগ্রহের উদ্যোগ নিতে হবে।	ডিএই/ডিডি মুন্সিগঞ্জ
	(২০) ডিএই'র মোহাম্মদপুর কৃষি অফিসের জমি আফসার সুলতানা গং এসএ রেকর্ডীয় মালিকের ওয়ারিশের নিকট হতে ক্রয় করে সিটি জরিপে তাদের নামে রেকর্ড করে নিয়েছেন। পরবর্তীতে মালিকানা দাবী করে ২য় যুগ্ম জেলা জজ আদালতে দেঃ মোঃ নং-৩৭৯/১৬ (পরিবর্তিত) দায়ের করেন। এছাড়াও সরকার কর্তৃক দায়েরকৃত সহকারী কমিশনার ভূমি অফিসের ১৫৬/১৩ Bonafide Mistake সংক্রান্ত মিস মামলায় স্থগিতাদেশ বাতিল করা হয়েছে। ফলে এ মোকদ্দমা শুনানী করতে কোন বাধা নেই। এছাড়াও ২য় যুগ্ম জেলা জজ আদালতে সরকারের পক্ষের সত্ত্বের মোকদ্দমা নং ৮৭৮/১৩ ও ৩৭৯/১৬ যুগপৎ একই সাথে শুনানী হবে। পরবর্তী তারিখ ৩১-০১-২০১৭।	মোকদ্দমাটির বিষয়ে বিজ্ঞ আইনজীবীকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করতে হবে।	ডিজি, ডিএই/ডিডি, ডিএই ঢাকা/ মেট্রোপলিটন কৃষি অফিসার, মোহাম্মদপুর ঢাকা।

	(২১) গাইবান্ধা জেলার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার ৪৯.২৩ একর জমির মধ্যে ৩৫.৩৩ একর জমি বিএস জরিপে ডিএই'র নামে রেকর্ড হয়েছে। ৯৮টির মধ্যে ৩৬টি মোকদ্দমার রায় সরকারের পক্ষে হয় এবং ৬২ টি রায় সরকারের বিপক্ষে আদেশ হয়। ৬২টি মোকদ্দমার বিষয়ে জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসে আপীল দায়ের করা হচ্ছে বলে জানান।	নিয়মিত তদারকি করতে হবে।	আ... গোবিন্দ... ডিডি গাইবান্ধা।
	(২২) ডিএই'র ময়মনসিংহ টাউন মৌজার অফিস কাম বাসভবন নির্মানের জন্য ১.৪৪ একর জমির মধ্যে ০.৩২ একর জমি ব্যক্তির নামে ও ০.১৫৬৮ একর জমি জেলা প্রশাসকের নামে রেকর্ড হয়েছে। উক্ত জমির (০.৫২ একর) মালিকানা দাবী করে যুগ্ম-জেলা জজ আদালত, ময়মনসিংহে ৩৬/১৪ নং মোকদ্দমা দায়ের করা হয়েছে। পরবর্তী এসডির তারিখ ১৯-০১-২০১৭। ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনালে ২৮৫/১৬ মোকদ্দমা দায়ের করা হয়েছে যা সমন জারী পর্যায়ে আছে।	প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট সংগ্রহ করে মোকদ্দমার মোকাবেলা করতে হবে।	এডি ডিএই ময়মনসিংহ
	(২৩) উপজেলা কৃষি অফিস, দাউদকান্দির .৩০ শতক জমির মধ্যে .০৫ শতক জমি অবৈধ দখলদার উচ্ছেদের জন্য জেলা প্রশাসক বরাবর দরখাস্ত দেয়া হয়েছে। দখলদার উচ্ছেদের জন্য স্থানীয় আদালতে ১৭৮০/১৫ মোকদ্দমা দায়ের করা হয়েছে। এছাড়াও পেন্নাই মৌজার সীড ষ্টোরের ০.০৪১৫ একর জমির মধ্যে ০.০২১০ একর জমি উদ্ধারের জন্য ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনালে মামলা (২৬) দায়ের করা প্রয়োজন।	চুড়ান্ত রেকর্ড প্রকাশের পর পেন্নাই মৌজার সীড স্টোরের জমির জন্য ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনালে মোকদ্দমা করতে হবে।	ডিডি, ডিএই কুমিল্লা/ উপজেলা কৃষি অফিস, দাউদকান্দি
	(২৪) লক্ষীপুর সদর উপজেলায় ডিএই'র ৫৫ বছরের দখলীয় ০.০৮ একর জমি জেলা পরিষদ এলএ কেসমূলে মালিকানা দাবী করে। উক্ত বীজাগারের কক্ষটি জেলা পরিষদ কর্তৃক স্থানীয় বণিক সমিতির নামে ইজারা প্রদান করে। ইতোমধ্যে ইজারার সময় শেষ হলেও দখলকারীগণ অদ্যবধি কক্ষটি ছেড়ে দেননি। উক্ত জমির মালিকানা দাবী করে দেঃ মো নং-৯৪/১৩ দায়ের করা হয়েছে। পরবর্তী তারিখ ২৩-০১-২০১৭।	জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার ও জেলা পরিষদ লক্ষীপুরকে পত্র প্রেরণ করতে হবে।	ডিজি, ডিএই/ ডিডি, লক্ষীপুর/সম্প্রসারণ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়।
	(২৫) নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ এটিআই এর জমির মালিকানা দাবী করে জনৈক ব্যক্তি দেঃ মোঃ নং-২৩১/১৫ ও ২৩২/১৫ দায়ের করেছেন। অধ্যক্ষ, এটিআই, নোয়াখালী সভায় অনুপস্থিত।	মামলা সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্য আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে আইন অধিশাখায় প্রেরণ করতে হবে।	ডিজি,ডিএই / ডিডি, ডিএই, নোয়াখালী।
	(২৬) ফসলে কীট নাশক স্প্রে করার লক্ষ্যে ১৯৬৯ সালে জেলা প্রশাসক, নোয়াখালী'র ০১নং খতিয়ান হতে ১৫.৬৬ একর জমি এয়ারষ্ট্রীপ নির্মানের জন্য তদানীন্তন কলোনাইজেশন অফিসার কর্তৃক ডিএইকে দেয়া হয়। পরবর্তীতে আরো ৩.২৬ একর জমি অধিগ্রহন করা হয়। আরএস রেকর্ড ১৮.৪৬ একর জমি বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের নামে ছিল। জেলা প্রশাসক, নোয়াখালীর নামে ১৬.৫৮ একর জমি ০১নং খতিয়ানে এবং ৩.২৬ একর ডিএই এর নামে রেকর্ডভূক্ত হয়। ডিএই উক্ত জমি ব্যবহার করলেও ডিসি, নোয়াখালী কর্তৃক অদ্যাবধি মালিকানা হস্তান্তর করেনি। মালিকানা সংক্রান্ত বিষয়টি নিস্পত্তির জন্য কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক ভূমি মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানালে ভূমি মন্ত্রণালয় পূনঃ পরীক্ষা করে বিস্তারিত তথ্যসহ পূনঃ প্রস্তাব প্রেরণের জন্য ডিসি, নোয়াখালীকে অনুরোধ জানানো হয়।	জেলা প্রশাসক, নোয়াখালীর সাথে যোগাযোগ করে সঠিক রির্পোট দ্রুত প্রতিবেদন ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে। প্রয়োজনে মন্ত্রণালয়ের সম্প্রসারণ উইং এর সহায়তা নেয়া যেতে পারে।	ডিজি, ডিএই /ডিডি, হর্টিকালচার, নোয়াখালী/ সম্প্রসারণ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়
	(২৭) নোয়াখালী জেলার কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার রামপুর ইউনিয়ন সীড ষ্টোরের জমির মালিকানা দাবী করে রামপুর ইউনিয়ন চেয়ারম্যান সিদ্দিকুর রহমান কর্তৃক কোম্পানীগঞ্জ সহঃ জজ আদালতে দেঃ মোঃ নং-৭৩/০৯ দায়ের করেছেন।	(ক) জমির ডকুমেন্ট কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। (খ) জজ কোর্টের শুনানীতে অংশগ্রহণ করতে হবে। (গ) এলএ কেস/গেজেট খুজে বের করতে হবে।	ডিজি, ডিএই /ডিডি ডিএই, নোয়াখালী
	(২৮) টাংগাইল ধনবাড়ী হর্টিকালচার সেন্টারের ৫.৯৯ একর জমির বিপরীতে ৫.১৩ একর জমি দখল আছে। অবশিষ্ট জমি কারা কি অবস্থায় বেদখল করেছে তা জানা এবং কোন সংস্থাকে কতটুকু জমি বরাদ্দ দেয়া হয়েছে তার ডকুমেন্ট প্রয়োজন। জমি অতিরিক্ত বরাদ্দ করায় ডিএই এর জমি কম হচ্ছে। ডিডি ডিএই টাঙ্গাইল জানান কার্যক্রম অব্যাহত আছে। প্রয়োজনে ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনালে মামলা করা প্রয়োজন হতে পারে।	(ক) সংশ্লিষ্টদের বরাদ্দ প্রদান সংক্রান্ত ডকুমেন্ট কৃষি মন্ত্রণালয়ে পাঠাতে হবে। (খ) চূড়ান্ত রেকর্ড প্রকাশের পর ল্যান্ডসার্ভে ট্রাইব্যুনালে মোকদ্দমা দায়ের করতে হবে এবং কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	ডিজি, ডিএই /এডিডি, হর্টিকালচার, টাঙ্গাইল।
	(২৯) ডিএই ফরিদপুর পাট সম্প্রসারণ অফিসের ১০ শতক জমির মালিকানা দাবী করে স্থানীয় একটি বিদ্যালয় সিপিএলএ নং-১৩৬৮/১৪ দায়ের করেছেন। এ বিষয়ে ডিএই কর্তৃক দেঃ মোঃ নং-১১/১৫ দায়ের করা হয়েছে। তবে জেলা প্রশাসক ফরিদপুরকে বাদী (পক্ষভূক্ত) করা প্রয়োজন।	সিপিএলএতে পক্ষভূক্ত হবে ডিএই এবং ১১/১৫ মোকদ্দমায় জেলা প্রশাসক, ফরিদপুরকে পক্ষভূক্ত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	ডিজি, ডিএই /ডিডি, ডিএই, ফরিদপুর।

	(৩০) চট্টগ্রাম জেলার পূর্ব নাসিরাবাদ মৌজার ৭.০৪ একর জমি পরিত্যক্ত সম্পত্তি হিসেবে কৃষি মন্ত্রণালয়ের নামে এসএ এবং বিআরএস (বিএস) রেকর্ড হয়েছে। জামিলউদ্দিন গং এর নামে মিউটেশনকৃত ৭.০৪ একর জমির নামজারী বাতিলের জন্য যুগ্ম-জেলা জজ ২য় আদালত, চট্টগ্রামে দেঃ মোঃ-৮৪/১৫ দায়ের করা হয়েছে। মামলাটি চলমান আছে এবং পরবর্তী শুনানীর নির্ধারিত তারিখ ০২-৫-২০১৭।	মামলাটি নিয়মিত মনিটর করতে হবে।	ডিজি, ডিএই /ডিডি, ডিএই, চট্টগ্রাম।
	(৩১) ডিএই'র চট্টগ্রাম জেলার রাউজান উপজেলাস্থ ০.৩০ একর জমির নামজারী করা হলেও নূর আহম্মদ গং ৩১/২০০৪ অপর মামলা দায়ের করলে সরকারের পক্ষে রায় হয়। পরবর্তীতে তিনি প্রথম আপীল ২১৫/১২ দায়ের করেন।	মামলাটি নিয়মিত মনিটর করতে হবে এবং সর্বশেষ অগ্রগতি কৃষি মন্ত্রণালয়কে জানাতে হবে।	ডিজি, ডিএই /ডিডি, ডিএই চট্টগ্রাম।
	(৩২) বাশখালী উপজেলার ০.১২ একর জমির বিরুদ্ধে পূর্ব মালিকের ছেলে মালিকানা দাবী করে দেঃমোঃ ৪/১৫ মামলা দায়ের করেন। কিন্তু একতরফা এ্যাডভোকেট কমিশনের রির্পোট সরকারের বিরুদ্ধে দায়ের করায় সরকার পক্ষ উহার বিরুদ্ধে রিভিশন মোকদ্দমা নং ৭৩/১৫ দায়ের করলে পুনরায় আদালতের নির্দেশে এ্যাডভোকেট কমিশন গঠন করা হয়েছে।	চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী উপজেলার ০.১২ একর জমির ডকুমেন্ট খুজে বের করতে হবে এবং এ্যাডভোকেট কমিশনকে তা সরবরাহ করতে হবে।	ডিজি, ডিএই/ ডিডি, ডিএই, চট্টগ্রাম।
	(৩৩) সিলেটে ডিএই'র অধিগ্রহণকৃত ৩.১৫ একর জমির মধ্যে ২.০০ একর জমি হাসপাতালের জন্য দখল করে নেয়া হয়েছে।। এছাড়াও উক্ত জমির মালিকানা দাবী করে জনৈক প্রদুন চন্দ্র নাথ গং বিজ্ঞ জেলা জজ আদালতে দেঃ মোঃ নং-১২২/১৩ দায়ের করেছেন। মামলাটি খারিজ আদেশ হয়েছে এবং টিএস-৩/১৫ মোকদ্দমাটি পুনর্জীবিত হয়েছে। এছাড়াও স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অধিগ্রহণকৃত ২.০০ একর জমির ক্ষতিপূরণ বাবদ অর্থ আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	মোকদ্দমার শুনানী ত্বরান্বিতপূর্বক ক্ষতিপুরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধিগ্রহণকৃত ২.০০ একর জমির ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তির লক্ষ্যে কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক উইং ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	ডিজি, ডিএই/অধ্যক্ষ এটিআই, সিলেট/ সম্প্রসারণ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়।
	(৩৪) কাপাসিয়া উপজেলার চাঁদপুর ইউনিয়নের এসএও কোয়ার্টারের জমি ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান কর্তৃক বেদখলের উপক্রম হওয়ায় জড়িতদের বিরুদ্ধে সহকারী জজ ৩য় আদালতে নং-১৬/১৪ নং নিষেধাজ্ঞা মোকদ্দমা দায়ের করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট অফিসার জানায় যে, ডিএই-কে প্রদানের জন কক্ষ তৈরী করা হয়েছে এবং আগামী মাসে হস্তান্তর করবেন বলে জানান। পরবর্তী তারিখ ২৬-০১-২০১৭	জমিসহ কক্ষ ডিএই এর নিকট হস্তান্তরের পর মামলাটি প্রত্যাহার করা হবে।	ডিজি, ডিএই/ডিডি , গাজীপুর।
	(৩৫) কিশোরগঞ্জ জেলার কটিয়াদি উপজেলার জমির সিপিএল এ দায়ের করা হয়েছে এবং ১১টির রেকর্ড সংশোধনী মোকদ্দমা (নং-১৬০০৮/১৪, ৫১৭৫/১৫, ৫১৮১/১৫, ৫১৮৩/১৫, ৫১৮৪/১৫, ৫১৮৫/১৫, ৫১৮৭/১৫, ৮১৩০/১৫, ৮১৩১/১৫, ৮১৩৪/১৫ এবং ৮১৮৬/১৫) ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনাল আদালতে দায়ের করা হয়েছে। ৩টি মোকদ্দমার একত্রে শুনানীর তারিখ-১০/০২/২০১৭। সংশ্লিষ্ট মামলার ডকুমেন্ট দ্রুত সংগ্রহ করা না হলে জমি হাতছাড়া হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। উপজেলা কৃষি অফিসার জানান যে, ৫-৬টি মামলার ডকুমেন্ট সংগ্রহ করা হয়েছে অবশিষ্ট ডকুমেন্ট সংগ্রহের কার্যক্রম অব্যাহত আছে।	(ক) সিপিএলএ দায়েরের সর্বশেষ অবস্থা মন্ত্রণালয়কে জানাতে হবে। (খ) জমির ডকুমেন্ট দ্রুত বের করতে হবে।	ডিজি, ডিএই/ডিডি, কিশোরগঞ্জ।
	(৩৬) উপ-পরিচালকের কার্যালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খুলনা কার্যালয়টি ১৯৫৭-৫৮ সালে স্থাপিত হয়। উক্ত জমিটি মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের নামে রেকর্ডভূক্ত হওয়ায় তা ডিএই'র নামে হস্তান্তর করা প্রয়োজন।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের গত ৩১/১২/১৫ তারিখের ৫৪ এবং ২৯/০৯/১৬ তারিখের ১০৫ সংখ্যক জারীকৃত পরিপত্র অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	ডিজি, ডিএই/ ডিডি, খুলনা।
	(৩৭) নরসিংদী জেলা প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা নরসিংদী জেলার মাধবদী উপজেলার ডিএই'র মাধবদী সীড স্টোরের জমির মালিকানা দাবীতে স্থানীয় পৌরসভা ও জেলা পরিষদের সাথে সৃষ্ট জলিতা নিরসনের লক্ষ্যে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে একটি মামলা দায়ের করার জন্য আবেদন করা হয়েছে। মামলার নম্বর অদ্যাবধি পাওয়া যায়নি বলে সভাকে অবহিত করা হয়।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ৩১/১২/১৫ ও ২৯/০৯/১৬ তারিখের তারিখের ৫৪ ও ১০৫ সংখ্যক জারীকৃত পরিপত্রের মর্মানুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং আগামী ০৭ দিনের মধ্যে বিস্তারিত তথ্য লিখিতভাবে জানাতে কবে।	ডিজি, ডিএই, ডিডি, নরসিংদী
২.খ	বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) সংক্রান্ত ঃ (০১) বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর সাভার টাট্টি মৌজার ৩৩ শত জমির মালিকানা সংক্রান্ত জটিলতায় বিএডিসি কর্তৃক দায়েরকৃত আপীল মামলা নং-১০৪০/১৩ আপাতত গৃহীত হয়েছে। সিএ ২২৫/১৬ বিচারাধীন রয়েছে।	আপীলের জন্য প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট সংগ্রহ করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিএডিসি
	(০২) বিএডিসি কাশিমপুর কোনাবাড়ি ও আশুলিয়া'র কিছু জমি স্থানীয় স্কুল/পার্কের দখলে রয়েছে এবং গনকবাড়ী জমির কিছু অংশ জনৈক ব্যক্তির বাগানবাড়ী হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। উক্ত জমি হতে অবৈধ দখলদার উচ্ছেদের জন্য জেলা প্রশাসক, গাজীপুর বরাবর পত্র প্রেরণ করা প্রয়োজন। গেজেট প্রকাশের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	গেজেট প্রকাশের ব্যবস্থা করতে হবে এবং অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ করে জমির দখল নিতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিএডিসি
	(০৩) ঢাকা'র গাবতলীস্থ মিরপুর ও নন্দারবাগ মৌজার মোট -১১৭.০৮ একর জমির মধ্যে ১৫.৯৭ একর জমি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নামে রেকর্ড হয়েছে। কতিপয় ব্যক্তি ১.৫০ একর জমি সিটি জরিপে রেকর্ড করে নিয়েছে। সকল অবৈধ দখলদার উচ্ছেদের জন্য আন্তঃ মন্ত্রণালয় সভা করা হয়েছে। সিটি জরীপের অবশিষ্ট খতিয়ান সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়াও বোনাফাইড মিসটেক পদ্ধতিতে নামজারীর জন্য এসি	(ক) আন্তঃ মন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক সীমানা নির্ধারণ ও অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ করতে হবে। (খ) জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে বোনাফাইড মিসটেক সংক্রান্ত পত্রের কপি কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিএডিসি

	(ল্যান্ড) অফিসে মামলা দায়ের করা হয়েছে। আন্তঃ মন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ১১৭.০৮ একর জমির সর্বশেষ অফিসিয়াল ডকুমেন্ট সংগ্রহ করে সীমানা নির্ধারণ করা প্রয়োজন। উক্ত জমির মালিকানা সংক্রান্ত দেঃ মোঃ নং নং-৪৯৬/১২ চলমান আছে। বোনাফাইড মিসটেক পদ্ধতিতে রেকর্ড সংশোধনের দরখাস্ত জেলা প্রশাসক ঢাকার কার্যালয়ে দাখিল করা হলে এ বিষয়ে আর কোন কার্যক্রম গ্রহণ করবে না বলে ডিসি, ঢাকা জানিয়েছে।	(গ) অন্যান্য দপ্তর সংস্থার জমির বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের গত ৩১/১২/১৫ তারিখের ৫৪ এবং ২৯/০৯/১৬ তারিখের ১০৫ সংখ্যক জারীকৃত পরিপত্র অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	
	(০৪) সাভার মৌজার বিএডিসির সার গুদাম সাভার এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা জানান একতরফা সাক্ষীর মাধ্যমে শুনানী হবে। এ বিষয়ে ডিডি আইন অধিশাখা জানান যে, নালিশী জমির সর্বশেষ যার নামে নামজারী করা হয়েছে তাকে নোটিশ দেয়া হয়েছে কিনা? ৩৩ শতক জমির মধ্যে আরএস রেকর্ডে বিএডিসির নামে ২৩ শতক রেকর্ড হয়েছে। অবশিষ্ট ১০ শতক জমি ব্যক্তির নামে রেকর্ড হয়েছে। উক্ত জমি উদ্ধারের জন্য যুগ্ম-জেলা জজ, ২য় আদালত, ঢাকায় দেঃ মোঃ নং-৫৯৪/১৪ দায়ের করা হয়েছে। এছাড়াও ভাড়াটিয়া নিষেধাজ্ঞা চেয়ে দেঃ মোঃ নং-২৪৭/১৩ দায়ের করা হয়েছে।	সর্বশেষ যে ব্যক্তির নামে নাম জারী করা হয়েছে তার নামে সমন জারী করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিএডিসি
	(০৫) বিএডিসির সার গোডাউন নির্মানের জন্য গাজীপুর জেলার টঙ্গী থানার মরকুন মৌজায় ০.৬৬ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়। উক্ত জমির অবৈধ দখল উদ্ধার ও রেকর্ড সংশোধনের জন্য দেঃ মোঃ যুগ্ম জেলা জজ ২য় আদালত, গাজীপুরে-২৩৯/১৪ দায়ের করা হয়েছে। ইতোমধ্যে বিবাদি মৃত্যুবরণ করায় আরজি সংশোধন করার প্রস্তাব করা হয়েছে। আগামী ১০-০১-১৭ তারিখে সংশোধীনর উপর শুনানী হবে।	প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট সংগ্রহ করে মোকদ্দমাটি মোকাবেলা করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিএডিসি
	(০৬) বিএডিসি'র মুন্সীগঞ্জ জেলার দেওভোগ মৌজার ০.৩৩ একর মালিনানা দাবী করে রেকর্ড সংশোধনের জন্য বিএডিসি দেঃ মোঃ নং-৬৫/১৬ দায়ের করেছে। মোকদ্দমাটি মোকাবেলার জন্য জেলা প্রশাসক-কে পত্র দেয়া হয়েছে। পরবর্তী শুনানীর তারিখ ৬-২-১৭। বিএডিসির বিভিন্ন অঞ্চলের কার্যালয়ে গিয়ে সার গুদামের জন্য অধিগৃহণকৃত ৯৪ একর এবং ক্রয়কৃত ৭ একর জমির তথ্যাদি অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। জমির তথ্য প্রেরণের জন্য অঞ্চলে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে বলে জানান। ঢাকা জেলার দোহার ও নবাবগঞ্জ উপজেলার আরএস মালিকের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা দায়ের করা প্রয়োজন।বিএডিসি ঢাকা অঞ্চল ব্যতিত ২০ টি অঞ্চলের সার গুদাম সংক্রান্ত অধিগ্রহণ/ক্রয়কৃত জমির তালিকা এখনোও পাওয়া যায়নি।	ঢাকা ব্যতীত সার বিভাগের ২০টি অঞ্চলের পূর্বের সার গুদামের জমির তালিকা সংগ্রহ করে কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। বিএডিসির দায়েরকৃত ঢাকার দোহার ও নবাবগঞ্জ উপজেলার রেকর্ড সংশোধন সংক্রান্ত মামলারসমূহ যথাযথ মোকাবেলার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিএডিসি
	(০৭) নারায়নগঞ্জ জেলার সিদ্ধিরগঞ্জ থানার বিএডিসির সার গোডাউনের জন্য আটি ও আজিপুর মৌজায় ৯.০৫ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়। কিন্তু অদ্যাবধি গেজেট বিজ্ঞপ্তি জারি হয়নি। গেজেট বিজ্ঞপ্তি জারীর জন্য জেলা প্রশাসক, নারায়নগঞ্জকে পত্র দেয়া হয়েছে। পাওনা সমুদয় অর্থ পরিশোধ করা হয়েছে। এ বিষয়ে দেঃ মোঃ নং-৪৭৯৭/০৫ এ কোন নিষেধাজ্ঞা না থাকায় বিষয়টি জেলা প্রশাসক সুরাহা করতে পারেন। জমিটি পুনরায় লিজ দেয়া হয়েছে। মামলাটি বিচারাধীন আছে।	(ক) রীট-৪৭৯৭/৫ মামলাটি কজলিষ্টে আনার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে (খ) গেজেট প্রকাশের ব্যবস্থা নিতে হবে। (গ) মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট উইং এর মাধ্যমে জেলা প্রশাসক নারায়নগঞ্জকে পত্র প্রেরণ করার উদ্যোগ নিতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিএডিসি।
	(০৮) ঢাকা জেলার দোহার উপজেলার বিএডিসির সার গোডাউন তৈরীর ০.১৬৫০ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়। পরবর্তীতে আরএস রেকর্ড ব্যক্তির নামে হয়। আরএস রেকর্ড সংশোধনের জন্য একটি দেওয়ানী মোকদ্দমা দ্রুত দায়ের করতে হবে।	(ক) রেকর্ড সংশোধনের জন্য মোকদ্দমা দায়ের করতে হবে। (খ) আইন অধিশাখার সাথে যোগাযোগ করে ডকুমন্টে সংগ্রহ করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিএডিসি।
	(০৯) বিএডিসি'র বরিশাল জেলার গৌরনদী উপজেলার জমি বর্তমানে একটি সরকারী কলেজের ছাত্রাবাস হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এ বিষয়ে ডিসি অফিস নোটিশ প্রদান করেছে। অবৈধ দখলদার উচ্ছেদের জন্য জেলা প্রশাসক-কে পত্র দেয়া প্রয়োজন।	অবৈধ দখলদার উচ্ছেদের জন্য মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট উইং এর মাধ্যমে জেলা প্রশাসক-কে পত্র দিতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিএডিসি।
	(১০) বিএডিসি'র বরিশাল জেলার কাউনিয়া উপজেলার কাউনিয়া মৌজার জমির মিউটেশনের জন্য একটি মামলা চলমান আছে। এছাড়াও জনৈক ব্যক্তি পূর্বমালিকের নিকট থেকে ক্রয় করে মালিকানা দাবী করে একটি মোকদ্দমা দায়ের করেছেন। বিএডিসির ১.৯৪ একর জমিতে স্থানীয় জনগন একটি মাদ্রাসা তৈরী করেছে এবং গেজেটকে চ্যালেঞ্জ করে জনৈক ব্যক্তি রীট পিটিশন নং-১০৪৩৪/১৪ মামলা দায়ের করেছেন।	(১) মিউটেশন মামলা দ্রুত নিস্পত্তির উদ্যোগ এবং সকল মামলা যথাযথভাবে মোকাবেলা করতে হবে। (২) অবৈধ দখলদার উচ্ছেদের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং সকল ডকুমেন্ট কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিএডিসি/.
	(১১) বিজেআরআই কর্তৃক দিনাজপুর-নশিপুর ফার্মের ৮৩৩.০০ একর জমির মধ্যে ৫০.০৩ একর জমি ব্যক্তি মালিকানায় চলে গেছে। উক্ত জমির পূর্ণাঙ্গ গেজেট এবং ওসি স্যুট মামলা নং-১৬৩/৬৫ সহ মামলার সকল ডকুমেন্ট অতিদ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা প্রয়োজন।	অতি দ্রুত নশিপুর ফার্মের অধিগ্রহণকৃত সম্পূর্ন জমির গেজেট, মোকদ্দমার সার্টিফাইড কপি, অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ, বিএডিসি কর্তৃক দখল গ্রহণকৃত জমির পরিমান এবং বিজেআরআইকে হস্তান্তরকৃত জমির পরিমানের বিষয়ে একটি প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ের আইন অধিশাখায় প্রেরণ করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিএডিসি/ মহপরিচালক, বিজেআরআই

২.গ	**বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিআরআরআই) ঃ** (০১) বিআরআরআই বিনেরপোতা, সাতক্ষীরা এর জমিতে কতিপয় লোক বস্তি বানিয়ে জোরপূর্বক বসবাস করছেন। জেলা প্রশাসক, সাতক্ষীরা বারবার বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করলেও উক্ত বস্তিবাসিদের উচ্ছেদ করা সম্ভব হচ্ছে না।	অবৈধ দখলদার উচ্ছেদের জন্য তাগিদ দিতে হবে এবং সকল প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে।	মহাপরিচালক, বিআরআরআই, গাজীপুর।
২.ঘ	**বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী ঃ** (০১) বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, দিনাজপুর এর ০.১৬৫ একর জমি অধিগ্রহনের গেজেট প্রকাশিত হয়নি বিধায় জেলা প্রশাসকের নামে সংশোধিত রেকর্ড হয়েছে। ফলে রেকর্ড সংশোধনের জন্য স্থানীয় আদালতে দেঃ মোঃ নং-১১/২০১৩ চলমান আছে। উল্লেখ্য, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী অধিগ্রহনের প্রস্তাবমতে জেলা প্রশাসকের চাহিদা অনুযায়ী সমুদয় টাকা পরিশোধ করা হয়েছে।	দখল বুঝে নেয়ার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী।
	(০২) বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, ফরিদপুর সদরের ১০ শতক জমির হাল রেকর্ড ব্যক্তি নামে হয়েছে। ফলে রেকর্ড সংশোধনের জন্য দেঃ মোঃ নং-৮৭/১৩ দায়ের করা হয়েছে।	কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।	পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী।
	(০৩) বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর মধুপুর, টাঙ্গাইল এর ০.১৭ একর জমি অধিগ্রহনের গেজেট প্রকাশিত না হওয়ায় পরবর্তী জরিপে জেলা প্রশাসকের নামে ০.১০ একর এবং ব্যক্তিনামে ০.০৭ একর জমি রেকর্ড হয়েছে। ফলে রেকর্ড সংশোধনের জন্য রেকর্ড সংশোধন মামলা দায়ের করতে হবে।	রেকর্ড সংশোধনীর মামলা করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী।
	(০৪) জেলা প্রশাসক, ময়মনসিংহ এর নামে রেকর্ডকৃত ০.১১৫০ একর জমির চুড়ান্ত রেকর্ড প্রকাশিত হওয়ার পর ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনালে মামলা দায়ের করা প্রয়োজন।	চূড়ান্ত রেকর্ড প্রকাশিত হওয়ার পর ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনালে মামলা করতে হবে।	পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী।
২.ঙ	**বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা) ঃ** (০১) খাগড়াছড়ি জেলার বিনা'র ০.৩৮ একর জমির মালিকানা দাবী করে রীট পিটিশন নং-২২১২/১২ দায়ের করা হয়েছে। মোকদ্দমার আংশিক শুনানী হয়েছে। বর্তমানে মামলাটি কজলিষ্ট নেই।	কজলিষ্ট আনার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	মহাপরিচালক, বিনা।
২.চ	**বিবিধ ঃ** (০১) টাস্কফোর্স সভায় নতুন কোন মামলা বা জমি-জমা সংক্রান্ত বিষয়াদি অন্তর্ভূক্তির প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট দপ্তর/ সংস্থার মাধ্যমে কৃষি মন্ত্রণালয়ে ডকুমেন্ট, সারাংশ এবং প্রস্তাব প্রেরণ করার বিষয়ে আলোচনা হয়।	টাস্কফোর্স সভায় জমি-জমা সংক্রান্ত মামলার বিষয় অন্তর্ভূক্তির জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থার মাধ্যমে কৃষি মন্ত্রণালয়ে ডকুমেন্ট, সারাংশসহ প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।	উপ-সচিব (আইন)
	(০২) টাস্কফোর্স সভার নোটিশ ও কার্যবিবরণী প্রতিষ্ঠান/সদস্যদের ই-মেইলে প্রেরণ এবং কৃষি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট www.moa.gov.bd এর Notice অপশনে সভার নোটিশ, কার্যবিবরণী ও কার্যপত্র প্রেরণ/আপ-লোড করা হয় মর্মে জানানো হয়।	কৃষি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট লিংক বা ই-মেইল হতে টাস্কফোর্স সভার নোটিশ, কার্যপত্র ও কার্যবিবরণী ডাউনলোড করে সভায় উপস্থিত হতে হবে। সভায়/দপ্তরে কোন কার্যপত্র বা কার্যবিবরণীর হার্ডকপি প্রেরণ/প্রদান করা হবে না।	উপ-সচিব (আইন)
	(০৩) কৃষি মন্ত্রণালয়ের বেহাত-বেদখল জমি উদ্ধার সংক্রান্ত টাস্কফোর্স সভা ১ মাস অন্তর অন্তর অনুষ্ঠিত হওয়ার প্রস্তাব করা হয়।	বর্তমানে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে আলোচ্য টাস্কফোর্স সভা প্রতিমাসে না করে ০২ মাস অন্তর অন্তর করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	উপ-সচিব (আইন)

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষনা করলেন।

(মোঃ সিরাজুল হায়দার), এনডিসি
অতিরিক্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়
ও সভাপতি
সরকারী সম্পত্তি উদ্ধার সংক্রান্ত টাস্কফোর্স।

স্মারক নং-১২.০২৮০০৪.০৫.০১.০৩২.২০১২-৫৬০ তারিখ ঃ ১৯ ডিসেম্বর ২০১৬

বিতরণ ঃ

১। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি), দিলকুশা বা/এ, ঢাকা
২। মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ফার্মগেট, ঢাকা
৩। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কৃষি/ধান/পাট/পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর/ ঢাকা/ ময়মনসিংহ/ পাবনা
৪। নির্বাহী পরিচালক, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, বহরমপুর, রাজশাহী
৫। পরিচালক, (প্রশাঃ ও অর্থ/সরেজমিন/হর্টিকালচার/উদ্ভিদ সংরক্ষণ/প্রশিক্ষণ/অর্থকরী ফসল উইং খামারবাড়ী, ঢাকা/বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর
৬। অতিরিক্ত পরিচালক (প্রঃ), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ঢাকা/ আঞ্চলিক কার্যালয়, ঢাকা/ময়মনসিংহ/বরিশাল/কুমিল্লা/চট্টগ্রাম/পার্বত্য চট্টগ্রাম/সিলেট/ যশোর/রংপুর/রাজশাহী

৭। অধ্যক্ষ, কৃষি প্রশিক্ষণ নোয়াখালী/ খাদিমনগর, সিলেট/শেরপুর।

৮। উপ-পরিচালক, কৃষি সাসা), ঢাকা/জেলা কার্যালয়, ঢাকা/গাজীপুর/টাংগাইল/বগুড়া/ মুন্সীগঞ্জ/নরসিংদী/কুমিল্লা/ লক্ষীপুর/ ফরিদপুর/নোয়াখালী/গাইবান্ধা/চট্টগ্রাম/চুয়াডাঙ্গা/সিলেট/খুলনা/কিশোরগঞ্জ/বরিশাল/পঞ্চগড়/মৌচাক হর্টিকালচার সেন্টার, গাজীপুর//নোয়াখলী হর্টিকালচার সেন্টার, নোয়াখালী/হর্টিকালচার সেন্টার, সাভার, ঢাকা।

৯। যুগ্ম-পরিচালক (সার/উদ্যান), বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, ১৬ গ্রীন রোড, ঢাকা/কাশিমপুর, গাজীপুর/ভিত্তি পাট বীজ উৎপাদন খামার, নশিপুর, দিনাজপুর

১০। যুগ্ম-সচিব (সাধারণ পরিচর্যা বিভাগ), বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, ঢাকা

১১। মূখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, সাতক্ষীরা

১২। অতিরিক্ত উপ-পরিচালক (লিসাসা), ডিএই, খামারবাড়ী, ঢাকা।

১৩। হর্টিকালচারিষ্ট, আদাসগেট হর্টিঃ সেন্টার, ঢাকা/সোবহানবাগ হর্টিঃ সেন্টার, সাভার, ঢাকা/সহকারী হর্টিকালচারিষ্ট, খেজুরবাগান হর্টিঃ সেন্টার, খাগড়াছড়ি।

১৪। উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা, কাপাসিয়া, গাজীপুর/গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা/কটিয়াদি, কিশোরগঞ্জ/ সদর, মুন্সীগঞ্জ / দাউদকান্দি,কুমিল্লা/মাধবদী, নরসিংদী

১৫। মেট্রোপলিটন কৃষি কর্মকর্তা, তেজগাঁও, ধোলাইপাড় সিও অফিস, যাত্রাবাড়ি, ঢাকা/মোহাম্মদপুর, শংকর, ধানমন্ডি, ঢাকা

১৬। ব্যবস্থাপক (সংরক্ষণ), সার ব্যবস্থাপনা বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, ঢাকা

১৭। উপ-সচিব (আইন), বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, ঢাকা

১৮। সিনিয়র সহকারী পরিচালক (খামার), গাবতলী বীজ উৎপাদন খামার, বিএডিসি, বীজ ভবন, গাবতলী, ঢাকা

১৯। সহকারী পরিচালক (সার), বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, মানিকগঞ্জ/মুন্সীগঞ্জ

<u>সদয় অবগতি ও কার্যার্থে অনুরোধসহ অনুলিপি ঃ</u>

১। মন্ত্রীর একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, ঢাকা- মাননীয় মন্ত্রীর সদয় অবলোকনের জন্য

২। জেলা প্রশাসক, ঢাকা/গাজীপুর/নারায়নগঞ্জ/মুন্সীগঞ্জ/বগুড়া/সাতক্ষীরা/গাইবান্ধা/দিনাজপুর/খুলনা

৩। সচিবের একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, ঢাকা- সচিব মহোদয়ের সদয় অবলোকনের জন্য

৪। প্রোগ্রামার, কৃষি মন্ত্রণালয়, ঢাকা- কার্যবিবরণীটি কৃষি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন)

৫। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও উপকরণ/সম্প্রসারণ/গবেষণা) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কৃষি মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

(মোঃ হা[illegible]রহমান খান)
উপ-সচিব (আইন)
ফোন ঃ ৯৫৫২৩৭৭।